যুগান্তর

তারিখ ... 16 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

ছাত্রলীগের তাণ্ডব

দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একটি হলের কক্ষ দখলের ঘটনায় রাতভর তাণ্ডব চালিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তাণ্ডব চলাকালে তারা কেবল আবাসিক শিক্ষার্থীদের লাঞ্ছিতই করেনি, শিক্ষকদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেছে। এছাড়া গণমাধ্যম কর্মীদের ওপরও হামলা চালানো হয়েছে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের এ ধরনের আচরণ অনভিপ্রেত। অভিযোগ উঠেছে, হলের কক্ষ দখলের বিষয়টি সামনে রেখে তাণ্ডব চালানো হলেও নেপথ্যে রয়েছে ভিন্ন কারণ। মূলত নিয়োগ বাণিজ্য এবং হলের ক্যান্টিন ও দোকান থেকে চাঁদা আদায় নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যেই এ ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। শিক্ষাঙ্গনে হামলা ও ভাংচুর নিন্দনীয় হলেও দেশে হরহামেশাই তা ঘটছে। এতে পড়ালেখার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কথা সংক্ষিপ্ত, দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য ইতিমধ্যে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। আমরা আশা করব, কমিটি গঠনের ফলাফল অতীতের পুনরাবৃত্তি হবে না। দোষীদের চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তির আওতায় আনা হবে।

আগেও দেখা গেছে, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। দলীয় পরিচয় যাই হোক, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসুলভ আচরণই প্রত্যাশিত। 'রাজনীতি'র সুবাদে আজকাল অনেকেই 'ধরাকে সরাজ্ঞান' করে থাকে। এজন্য দায়ী মূলত রাজনীতির বর্তমান ধারা। লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির কারণে কোনো দল ক্ষমতায় থাকাকালে দলসমর্থিত বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের দৌরাত্ম্যও মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। অস্ত্র ও পেশিশক্তি দ্বারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে। ছাত্রলীগ নামধারী নেতাকর্মীদের বেপরোয়া মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এই প্রথম নয়। বেপরোয়া আচরণ ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় তাদের নিরস্ত করতে দলীয় নেতৃবৃন্দ সময়ে-সময়ে বিভিন্ন উপায় ও ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছেন। এতে যে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি— তার বড় প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনা। আমরা মনে করি, দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়াটাও ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য সৃষ্টির একটি বড় কারণ। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে ডাকসু, রাকসু, চাকসুসহ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়া দরকার। রাষ্ট্রপতিও সেকথা বলেছেন। বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনসহ ছাত্র সংগঠনের বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বও কম নয়। কেউ বেআইনি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতের ব্যবস্থা দলে থাকতে হবে। ঢাবি ক্যাম্পাসের মতো কোনো ঘটনা ভবিষ্যতে আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে না ঘটে, সেদিকে সবার মনোযোগ দেয়া দরকার। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার আরও দায়িত্বশীল হবে, এটাই প্রত্যাশা।